بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সুপার পাওয়ার এক আল্লাহ* লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। (বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ এর ১)

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি কতটুকু সঠিক? কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম জাতির ঈমানের সঙে সাংঘর্ষিক। কেননা একজন মুসলিমের ঈমানের মূল ভিত্তিই হলো তাওহীদ। যার অর্থ হলো আল্লাহ (সুব.) সকল ক্ষমতার মালিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বল, 'হে আল্লাহ, সকল ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে চান ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমান করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।' (সুরা আল ইমরান, ৩:২৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) বলেন—

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।' (সুরা মূলক, ৬৭:১)

মানুষ কখনোই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। কেননা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা হলো—

ক. অষ্টিনের মতে, "চুড়ান্ত" "চরম" "অসীম" "অবাধ" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তর যোগ্যহীন" "শাস্তি প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান" এরূপ ক্ষমতা।

খ. গ্রাটিয়াসের মতে, সার্বভৌম হল, "চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা।"

গ. বার্জেসের মতে "মৌলিক" "চরম" ও "অসীম" ক্ষমতা।

ঘ. টমাস হবস-এর মতে, "চরম" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তরবিহীন" ক্ষমতা।

ঙ. রুশোর মতে, "চরম" "অবিভাজ্য" "হস্তান্তরযোগ্যহীন" "ঐক্যবদ্ধ" "স্থায়ী" ক্ষমতা।

চ. জাঁ-বোদার মতে, "সার্বভৌম ক্ষমতা "চূড়ান্ত" ও 'চিরন্তন' ক্ষমতা, কোনভাবেই আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা "বাস্তবেই আছে কিনা, থাকলে এই ক্ষমতা কার বা কিসের, সেই তর্কে না গিয়েও আপাতত: এ কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা সম্ভব যে, "সার্বজনীন, দেশ-কাল-বর্ণ নিরপেক্ষ সকলের সকল স্থানের সকল মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সহজাত কল্যাণমুখী গুণাবলীর ক্রমাগত বিকাশ সাধনের আইন কেবল উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিংবা তার চাইতে উচ্চতর ও মহান গুণাবলী সংবলিত সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষেই সম্ভব। আর এইসকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়, কোনো মানুষের মধ্যে নয়। অতএব, কোনো মানুষ বা জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক অথবা সকল ক্ষমতার উৎস জ্ঞান করা একটি কুফর এবং শিরকী আক্বীদাহ। এসকল আক্বীদাহ ত্যাগ করার জন্যই ইসলামে প্রবেশ করতে হলে ঘোষণা করতে হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যুগে যুগে যত নবী রাসুলগণ আগমণ করেছেন তাদের সকলেরই মূল দাওয়াহ ছিলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসুল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।" (আম্বিয়া, ২১:২৫)

এ কালেমাকেই বলা হয় 'কালিমাতুন তৈয়িবাহ'। এই কালিমাকেই বলা হয় জান্নাতের চাবি। এই কালিমার শাহাদাহ দানের মাধ্যমেই একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। এই কালিমা শাহাদাহ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ (সুব.)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। (সুরা আল ইমরান, ৩:১৮)

এই শাহাদাহকেই পবিত্র কুরআনে আকবারু শাহাদাহ বা সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ (সুব.) প্রশ্ন করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً

'বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী?' (সুরা আনআম, ৬:১৯)

অত:পর তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন—

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয় তা থেকে মুক্ত'। ((সুরা আনআম, ৬:১৯)

আর আরবীতে 'শাহাদাহ' বলা হয় কোনো জিনিস বুঝে শুনে, অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে সাক্ষি দেয়াকে। না বুঝে তোতা পাখির মতো বুলি আওড়ানোকে শাহাদাহ বলা হয় না। এজন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ জানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারদুল আইন। আসুন আমরা জেনে নেই 'লা ইলাহা ইল্লাহ' এর মানে কি?

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মকথা’

আমরা জানি ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আর তাওহীদের চুড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে لَا إِلَهَ إِلا اللَّـــهُ। এই কালেমাকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়া–

- আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিক-দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা। এবং আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে থাকা যাবে না। নিজের প্রবৃত্তি ও দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা।
- জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না করা এবং কাউকে ভয় না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে প্রিয় না জানা এবং তাঁকেই অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।
- কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা।
- জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- নবী, ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-সৃজন কে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা। তবে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার অনুমতি হবে (যেমন নবী এবং ঈমানদাররা) তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে।
- কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা। এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ মুক্ত এবং পবিত্র। যিনি এক, একক -তার কোন শরিক নেই।
- কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব বা অবতারত্ব স্বীকার না করা। যেমন- হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে।
- আল্লাহ প্রতি মুহুর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা। ছোট বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা।
- নিজেকে কোন বস্তুর মালিক বা অধিকারী বলে না জানা। এমনকি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:
মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া
(মাদরাস ও মসজিদ কমপ্লেক্স)
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন
www.jumuarkhutba.wordpress.com
www.furqanmedia.wordpress.com
www.khutbatuljumua.wordpress.com
www.markajululom.com